যুগান্তর

বন্ধ আছে ৫ বিশ্ববিদ্যালয়

দুই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা বর্জন

আতঙ্কে অভিভাবকরা * ক্লাসে ফিরছে শিক্ষার্থীরা রাস্তায় চলছে গাড়ি * ৬ জন সাময়িক বহিষ্কার * ৩ অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট রিমান্ডে

প্রকাশ : ০৯ আগস্ট ২০১৮, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

যুগান্তর রিপোর্ট

রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে ক্রমেই আগের চিত্র ফিরে আসছে। শিক্ষার্থীরা ক্লাসে ফিরছেন। শুরু হয়েছে যানবাহন চলাচল। বুধবার ঢাকার রাস্তায় গণপরিবহন ও ব্যক্তিগত যানবাহনের সংখ্যা আগের দিনের চেয়ে বেশি দেখা গেছে। তবে চাহিদার তুলনায় কম থাকায় নগরবাসীকে গন্তব্যে যেতে দারুণ ভোগান্তি পোহাতে হয়। বাসে উঠতে অনেককেই রীতিমতো ঘাম ঝরাতে হয়েছে। যানবাহন বেশি থাকায় রাজপথে ছিল চিরচেনা যানজট। গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোয় দীর্ঘক্ষণ জটে আটকে থাকতে হয়েছে নগরবাসীকে। আগের দু'দিনের ধারাবাহিকতায় এদিনও বিভিন্ন স্থানে ট্রাফিক পুলিশকে গাড়ির কাগজপত্র পরীক্ষা করতে দেখা গেছে। শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি হিসেবে তাদের সঙ্গে রোভার স্কাউটের সদস্যরা যথারীতি অংশ নেন।

ওদিকে বুধবারও রাজধানীসহ দেশের সব স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিকভাবে ক্লাস কার্যক্রমে অংশ নেয়। তবে এদিন ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দেয় ব্র্যাক ও শান্ত মারিয়ম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। তারা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর দুর্বৃত্তদের হামলা ও আটক শিক্ষার্থীদের মুক্তির দাবি জানান।

সড়কে গাড়ি চলাচলের ব্যাপারে ঢাকা সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির সভাপতি আবুল কালাম যুগান্তরকে বলেন, শিক্ষার্থীরা ক্লাসে ফিরে গেছে। ফলে চালকসহ সংশ্লিষ্টদের মাঝে স্বস্তি বিরাজ করছে। নিরাপত্তা পাওয়ায় আমরা গাড়ি চালাচ্ছি। তবে কাগজপত্রের ত্র"টি থাকায় সড়কে কিছু গাড়ি কম চলছে। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বাসে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর আচরণ না করতে তিনি সংশ্লিষ্টদের আহ্বান জানান।

যুগান্তরের প্রতিনিধিরা বুধবার রাজধানীর বিক্ষোভপ্রবণ স্পটসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট সরেজমিন পরিদর্শন করেন। এ সময় প্রত্যেকটি স্পটে স্বাভাবিক পরিস্থিতি দেখেছেন তারা। আগের দিনের মতো বুধবারও প্রত্যেক স্পটেই বাড়তি পুলিশ মোতায়েন ছিল। সন্দেহভাজনদের দেখলেই পুলিশ তল্লাশি করেছে। তবে দিন দিন শিক্ষার্থীদের হয়রানি অনেকটাই কমে এসেছে।

এদিকে শিক্ষার্থীরা ক্লাসে ফিরলেও এখনও তাদের মধ্যে আতঙ্ক আছে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক তুলনামূলক বেশি। একইভাবে আতঙ্কে আছেন অভিভাবকরাও। আলাপে জানা গেছে, নিরাপদ সড়কের দাবিতে অনেক ছাত্রই আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল। কিন্তু এখন হয়রানি করা হয় কিনা, সেই টেনশনে আছেন তারা। কয়েকজন শিক্ষার্থী জানায়, বিভিন্ন কলেজের সামনে পুলিশ মোতায়েন আছে। যেহেতু আন্দোলনে তারা ছিলেন, এখন চিহ্নিত করে গ্রেফতার বা হয়রানি করা হয় কি না, সেই ভয়ে আছেন তারা। তারা এমন পরিস্থিতি দূর করতে সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান।

২৯ জুলাই রাজধানীর বিমানবন্দর রোডে শহীদ রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজের দুই শিক্ষার্থী বাসচাপায় নিহত হয়। এতে ১৫ জন আহত হন। এর প্রতিবাদে গড়ে ওঠা আন্দোলনে শিক্ষার্থীরা নৌমন্ত্রীর পদত্যাগ, নিরাপদ সড়ক, নিহত দুই শিক্ষার্থীর ঘাতক বাসচালকের ফাঁসিসহ ৯ দফা দাবি উত্থাপন করে। শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে ইতিমধ্যে সরকার অন্তত ১৫টি পদক্ষেপ নিয়েছে। পদক্ষেপের অংশ হিসেবে সর্বশেষ সড়ক দুর্ঘটনায় দায়ী চালকের শাস্তি বাড়িয়ে ৫ বছর করে সোমবার মন্ত্রিসভায় আইনের খসড়া অনুমোদন করা হয়েছে।

দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন : বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর দুর্বৃত্তদের হামলা ও আটক শিক্ষার্থীদের মুক্তির দাবিতে ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন ঘোষণা করেছে ব্র্যাক ও শান্ত মারিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এ পরিস্থিতিতে অনিবার্য কারণ দেখিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় দুটির কর্তৃপক্ষও পরীক্ষা স্থগিত করার ঘোষণা করেন।

জানা গেছে, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সব সেমিস্টারের ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষার্থীসহ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২ জন শিক্ষার্থীর মুক্তির দাবিতে ক্লাস পরীক্ষায় অংশ না নেয়ার ঘোষণা দেন। পরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় ওয়েবসাইটে নোটিশ দিয়ে পরীক্ষা স্থগিত করার বিষয়টি জানিয়ে দেন।

শান্ত মারিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়েও পরীক্ষা ও ক্লাস স্থগিতের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। নোটিশে বলা হয়েছে, পরবর্তী ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত ক্লাস ও পরীক্ষা স্থগিত থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানিয়েছে, ছাত্ররা ক্লাসে অংশ নিচ্ছেন না। এ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই ক্লাস পরীক্ষা শুরু করা হবে।

আরও কয়েকটি বন্ধ, খুলবে ইস্ট ওয়েস্ট : বৃহস্পতিবার থেকে বন্ধ আছে ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি। ওই প্রতিষ্ঠানের ভিসি অধ্যাপক আমিরুল হক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সভায় বুধবার এ তথ্য জানান। ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস ৬ দিন ধরে বন্ধ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়টির রেজিস্ট্রার অধ্যাপক আক্তার আহমেদ জানান, সার্বিক অবস্থা বিচার করে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখা হয়েছে। নিরাপত্তা ও যানবাহনের অপ্রতুলতার বিষয়টি সর্বাধিক বিবেচনা করে বন্ধের ঘোষণা দেয়া হয়। চলমান পরিস্থিতি সামলাতে ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটি বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ৭ আগস্ট এক মেইলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জানানো হয়, ২৭ আগস্ট পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকবে। ৭ আগস্ট থেকে বন্ধ আছে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

আন্দোলন থামাতে ৭ ও ৮ আগস্ট ছুটি ঘোষণার পাশাপাশি পরীক্ষাও স্থগিত করে ইস্টওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি। ইউনাইটেড ইউনিভার্সিটি তাদের সামার সেশনের পরীক্ষা ঈদের পরে নেবে বলে ঘোষণা দিয়েছে।

মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ জন সাময়িক বহিষ্কার : আমাদের প্রতিনিধি জানিয়েছেন, নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে কটূক্তি, ছাত্রলীগ নিয়ে কটূক্তি, ভ্রান্তিকর গুজব ছড়ানো ও আইনশৃঙ্খলা নিয়ে কটূক্তি করার অভিযোগে ছয়জনকে সাময়িক বহিষ্কার ও দুইজনকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বুধবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. সিরাজুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। বহিষ্কৃতরা হচ্ছেন- ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে কটূক্তি করার অপরাধে এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগের ২য় বর্ষ ১ম সেমিস্টারের জাকিয়া রহমান, জাকিয়া বেগম ও পরিসংখ্যান বিভাগের ৩য় বর্ষ ১ম সেমিস্টারের শিক্ষার্থী সুমাইয়া ইসলাম, ছাত্রলীগকে নিয়ে কটূক্তি করার অপরাধে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ২য় বর্ষ ১ম সেমিস্টারের শিক্ষার্থী মো. তানবীর হাসান, ভ্রান্তিকর গুজব ছড়ানোর অপরাধে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ২য় বর্ষ ১ম সেমিস্টারের শিক্ষার্থী ওবায়দুল্লাহ এবং বিভিন্ন জনের সঙ্গে যোগাযোগ করে নাশকতা সৃষ্টির চেষ্টা করার অপরাধে গণিত বিভাগের ১ম বর্ষ ২য় সেমিস্টারের শিক্ষার্থী মুহা. ইমরান হোসেন।

এছাড়াও আইনশৃঙ্খলার প্রতি কটূক্তি করার অপরাধে ক্রিমিনোলজি অ্যান্ড পুলিশ সায়েন্স বিভাগের ৩য় বর্ষ ২য় সেমিস্টারের শিক্ষার্থী মেহনাজ জামান ও কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ৩য় বর্ষ ১ম সেমিস্টারের শিক্ষার্থী শুভ্রা দেবনাথকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. মো. সিরাজুল ইসলাম জানান, নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলনের নামে যারা প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে কটূক্তি, ভ্রান্তিকর গুজব ছড়ানো, আইনশৃঙ্খলাকে নিয়ে কটূক্তি ও বিভিন্ন জনের সঙ্গে যোগাযোগ করে নাশকতা করার চেষ্টা করেছে- এমন ৬ জনকে সাময়িক বহিষ্কার ও ২ জনকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। সাত কর্মদিবসের মধ্যে কেন তাদের স্থায়ী বহিষ্কার করা হবে না, এর কারণ জানাতে বলা হয়েছে।

গুজব সৃষ্টিকারীদের তালিকা দিল ছাত্রলীগ : আমাদের প্রতিনিধি জানিয়েছেন, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে অস্থিতিশীল করতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে উসকানিদাতা শিক্ষার্থীদের তালিকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের হাতে তুলে দিয়েছে ছাত্রলীগ। মঙ্গলবার বিকাল ৫টায় পবিপ্রবি শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মোশায়েদুল ইসলাম সাদির নেতৃত্বে রেজিস্ট্রার প্রফেসর ড. স্বদেশ চন্দ্র সামন্তের হাতে এ তালিকা তুলে দেয়া হয় বলে নিশ্চিত করেছে বিশ্ববিদ্যালয়টির রেজিস্ট্রার কার্যালয়। অপরদিকে সাম্প্রতিক সময়ের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগ নিয়ে আপত্তিকর প্রচারণা চালানো শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ করেন শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. নাঈম হোসেন, দফতর সম্পাদক তুহিন রায়হান ও শেরেবাংলা হল-২ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রুবেল আহমেদ।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে পবিপ্রবি শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মোশায়েদুল ইসলাম সাদি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনাকে কটূক্তিকারীদের চুল পরিমাণও ছাড় দেয়া হবে না। পবিপ্রবির রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. স্বদেশ চন্দ্র সামন্ত বলেন, দোষীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৩ অনলাইন অ্যাক্টিভিস্টকে বিভিন্ন মেয়াদে রিমান্ড : আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভ্রান্তিমূলক তথ্য ও গুজব ছড়িয়ে ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমের উসকানি দেয়ার অভিযোগে ৩ জন অনলাইন অ্যাক্টিভিস্টকে বিভিন্ন মেয়াদে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। বুধবার মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা পুলিশের উপপরিদর্শক মাহমুদুল হাসান তাদের ঢাকার সিএমএম আদালতে হাজির করে ৭ দিন করে রিমান্ড চান। ঢাকার মহানগর হাকিম ফাহাদ বিন আমিন চৌধুরী শুনানি শেষে ওয়ালিউল্লাহকে ৫ দিন, তৌহিদুল ইসলাম তুষারকে ৪ দিন ও ইহসান উদ্দিন ইফাজকে ৪ দিন রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

বুধবার রাতে রাজধানীর বিভিন্ন স্থান থেকে তাদের গ্রেফতার করে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) সাইবার নিরাপত্তা ও অপরাধ দমন বিভাগ। সাইবার নিরাপত্তা ও অপরাধ দমন বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) নাজমুল ইসলাম বলেন, উসকানির অভিযোগে ৫ আগস্ট রমনা থানায় আইসিটি অ্যাক্টে দায়ের করা মামলায় তাদের গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। এ সময় তাদের কাছ থেকে মোবাইল, ল্যাপটপ, মেমোরি চিপসহ ফেসবুক আইডি ও গ্র“পগুলো জব্দ করা হয়। এর আগে গুজব রটানোর অভিযোগে মাহবুবুর রহমান আরমান (৩০), আলমগীর হোসেইন (২৭) ও সাইদুল ইসলামকে (৩১) গ্রেফতার করা হয়।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : সাইফুল আলম, **প্রকাশক :** সালমা ইসলাম

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৮ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।